দৈনিক খবর

তারিখ 27 APR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূল এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে অভিভাবক ও শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন। গত শনিবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত আহবান জানান। তিন ঘন্টা স্থায়ী বৈঠকে সকল পক্ষ অভিন্ন মত প্রকাশ করেন বলে সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ। জাতীয় অভিভাবক সমিতির প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে সময়মত ভর্তি এবং ক্লাস শুরু, সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠান, ক্লাস টেস্ট পদ্ধতি চালু, ক্যাম্পাসে শান্তি বজায় রাখতে জাতীয় একমত্য গঠন, দলভিত্তিতে সিট বন্টন না করা, হলে বহিরাগতদের থাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি প্রস্তাব পেশ করেন।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নির্মূল করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে জনসাধারণ দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অব্যাহত ব্যর্থতার কারণে অধিকাংশ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। উল্লেখ্য, শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাসের জন্যে কতিপয় চিহ্নিত রাজনৈতিক দলই মুখ্যতঃ দায়ী। প্রতিটি দল ক্যাম্পাসকে দলীয় প্রভাবের অধীনে আনবার জন্য পেশী শক্তি ব্যবহার করে আসছে। স্বাভাবিক পরিবেশে এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় সেটা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট দল সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজির মাধ্যমে ক্যাম্পাসের ওপর দলীয় প্রভাব চাপাবার অপচেষ্টায় মেতে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এবং তার ফলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব হচ্ছে না।

এই পরিস্থিতি সৃষ্টির দায়িত্ব কিন্তু সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। কেননা, বহুদিন ধরে সরকারী মহলের প্রশ্রয় পেয়েই সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ ও পেশী শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সহিংসতার মূলে সরকারের স্বার্থ জড়িত ছিল বলে যে অভিযোগ রয়েছে তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। ডাঃ মিলন হত্যার জন্যে দায়ী সন্ত্রাসীদের কারা পুষত? আইনের চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব হলেও জনসাধারণের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়া সম্ভবপর নয়। তারপর সরকার পরিবর্তন হয়েছে- নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় বসেছে। কিন্তু এই নতুন গণতান্ত্রিক পরিবেশেও ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত হচ্ছে না কেন? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও কেনো স্বাধীনতা বিরোধী শিবিরের সন্ত্রাসী চক্রের বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম রয়েছে? কর্তৃপক্ষীয় মহলের প্রশ্রয় ছাড়া শিবিরের সন্ত্রাসী চক্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ঘন্টাও তিষ্ঠাতে পারত না। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে তারা সেখানে অস্ত্রবাজির জোরে দলীয় আধিপত্য কায়েম করেই ক্ষান্ত হয়নি- স্বাধীনতার পক্ষের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দিতেও সক্ষম হয়েছে। ক্যাম্পাসে একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান করতে তারা বাধা দিয়েছে। ঐতিহ্যবাহী শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলে পাকিস্তানের লাহোর শহরের একটি মিনারের অনুকরণে নতুন ধাঁচের মিনার তৈরী করেছে। অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা পেশী শক্তির জোরে দলীয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত করে জবরদস্তি চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। এ অবস্থায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকা যে সম্ভবপর নয়, একটি শিশুও তা বুঝতে সক্ষম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ এবং ক্ষমতাসীন সরকার তা উপলব্ধি করতে পারছেন না। আর তা পারছেন না বলেই ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও লেগেছে। সেখানে শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এমনকি রকেট লাঞ্চারের মতো মারাত্মক সমরাস্ত্র ব্যবহার করছে। যার ফলে অন্ততঃ ৫ জন ছাত্র নিহত এবং দু' শতাধিক আহত হবার খবর জাতীয় দৈনিকগুলোয় ছাপা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী ৫/৬টি গ্রামের পেশাদার সন্ত্রাসীদের ট্রেনিং দিয়ে তাদের সহযোগিতায় সুপরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে ঝটিকা হামলা চালিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে দখল করার জন্যে যারা অভিযান চালিয়েছিল, তাদেরকে কি প্রশাসন চেনে না? তাদের পরিচয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ার পরেও সন্ত্রাসী শক্তিকে পাকড়াও করতে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের হতাশ করেছে। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীদের আসল পরিচয় কি, সেটিও কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা নয়। অতএব, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নির্মূল না হওয়ার মূলে কি কি কারণ কাজ করছে সেগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তাদেরকে নির্মূল করার জন্যে দল নিরপেক্ষভাবে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করবে কে এবং তাদের উৎখাত করার জন্যে দল নিরপেক্ষভাবে কঠোর ব্যবস্থাই বা নেবে কে? খোদ সরিষার মধ্যেই যদি ভূত থাকে তবে সেই সরিষা দিয়ে ভূত তাড়ানো কি সম্ভব? আমাদের মতে, গোটা সমস্যাটাকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনায় না এনে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্যে নিরপেক্ষভাবে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। তা হলেই হয়ত শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আবার ফিরে আসবে।